

প্রশ্ন

আমি আশা করছি, আপনারা আমাকে আল্লাহর শাস্তি ও গজব থেকে রক্ষা করবেন। আমি মুসলিম, ইসলামী পরিবেশে ও সচরিত্রের উপর বড় হয়েছি। অন্যদের চোখে আমি এখনও তমেন। কিন্তু, হায়রে আমার মুসবিত! নিজেকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে আমি খুব দুর্বল। অন্যদের অগোচরে মোবাইলে পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখি। আমি জানি আল্লাহ আমাকে দেখেছেন। কিন্তু প্রতিবারই আমি এ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হই। শুধু দেখা নয়; বরং হস্তমৈথুনে লিপ্ত হই। আমি বিবাহিত এবং আমার সন্তান আছে। আমি জানি যে, আমি যা করছি সটো পশুদের কাজ। আমি জানি যে, এ কাজ আমার নকে আমলগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে; বরং সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি নামায পড়ি ও তওবা করি। একদিন বা দুইদিন সবার পুণ্যে এতে লিপ্ত হই। এসব দৃশ্য ও ভিডিও দেখা এবং কুকামে লিপ্ত হওয়ার জন্য নিজের ভেতরে তীব্রভাবে অদ্ভুত তাড়না অনুভব করি। আমি জানি না— আমি কী করব? আমি জানি যে, আমার প্রভু যদি আমার মৃত্যু দেন তাহলে আমি জাহান্নামে প্রবশে করব। কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সম্মানিত ভাই, আপনি পাপে লিপ্ত হয়ে এবং বারবার এর পুনরাবৃত্তি করে যে মানসিক যন্ত্রণায় আছেন তা আমরা অনুধাবন করছি। এটি ইতিবাচক আলামত যে, আপনার অন্তরে একটি অংশ অসুস্থ হলেও অপর একটি সুস্থ ও নরিপদ অংশ রয়েছে।

এ রোগের মূলোৎপাটন করতে হলে— যা কিছু আপনাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে সে সবার প্রবশেদ্বার বুদ্ধ করে দিতে হবে, যা কিছু আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ করে দেয় সেগুলোর ফটক বন্ধ করে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজের প্রত্যাখ্যান করে— আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নরিশ হয়ে না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গনোহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তিভোগ করবে। কয়ামতের দিন তার শাস্তি বর্ধিতভাবে



প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ তাদরে গুনাহসমূহ নকে দ্বারা পরবির্তন করে দবেনে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৬৮-৭১]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) "আল-জাওয়াব আল-কাফী" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৬৫) বলেন: ন্যায্যতা ও অনুগ্রহ নরিভর আল্লাহ তাআলার হকেমত হচ্ছে যে, "গুনাহ থেকে তাওবাকারী যনে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার গুনাহ নহে"।

যে ব্যক্তি শরিক, হত্যা ও ব্যভাচারে গুনাহ থেকে তাওবা করবে আল্লাহ তাকে এ নশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি তার গুনাহগুলোকে নকৌতে পরণিত করে দবেনে। এ বধিানটি সব ধরণে গুনাহ থেকে তাওবাকারীর ক্ষত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নজিদে প্রতাবিচার করছে— আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নরাশ হয়ো না; নশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গনোহ ক্ষমা করে দবেনে। নশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

অতএব, এ আম বধিান থেকে কোন একটি গুনাহও বাদ পড়বে না। কনিতু এটি তাওবাকারীদের জন্য খাস।[সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব মুতাকীদের গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা যদি কোন কবরি গুনাহ করে ফলে কথিবা সগরি গুনাহতে লপিত হওয়ার মাধ্যমে নজিদে উপর অবিচার করে ফলে তখনই তারা আল-আযি (পরাক্রমশালী) আল-গাফ্যার (ক্ষমাশীল) কে স্মরণ করে এবং কৃত গুনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। সে গুনাহর উপর কায়মে থাকে না এবং অব্যাহত থাকে না।

তনি আরও বলেন:

"তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের চেষ্টা কর যার বশিালতা আসমান ও জমনিরে মত। মোতাকীদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে; যারা সুদনি ও দুর্দনি (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতিক্ষমাশীল। আল্লাহ মুহসনিদেরকে ভালবাসনে। এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফলে কথিবা নজিদে প্রতজ্বলুম করে ফলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নজিদে পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে? আর তারা যা করে ফলে, জনে-বুঝে তারা তা পুনঃপুনঃ করতে থাকে না। এমন লোকদের প্রতদিন হচ্ছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা আর এমনসব জান্নাত যার তলদশে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চরিকাল বাস করবে। সৎকর্মশীলদের এই প্রতদিন কতই না উত্তম!"[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৬]

পুনঃপুনঃ গুনাহকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: গুনাহতে লপিত হওয়া এবং তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা ব্যতিরেকে পুনঃপুনঃ গুনাহ করতে থাকা।

আর যে ব্যক্তি গুনাহ করল। এরপর অন্তর থেকে শুদ্ধভাবে তওবা করল। আবার দুর্বলতায় পড়ে পুনরায় গুনাহ করল। তারপর আবার শুদ্ধভাবে তওবা করল। যার অবস্থাটি এমন—গুনাহ ও অবাধ্যতা এবং তওবা, অনুশোচনা ও রহমি রাহমানের দিকে ফিরে আসার মাঝে; সে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহর ক্বমার আওতাধীন। আশা করা যায় আল্লাহ্ তার স্খলনকে মাফ করে দবিনে, তার গুনাহ ক্বমা করে দবিনে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি, তিনি বলেন: "এক বান্দা গুনাহ করল। তারপর সে বলল: হে আমার রব্ব! আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি; আমাকে ক্বমা করে দনি। তখন তার রব্ব বলল: আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার একজন রব্ব রয়ছে; যিনি গুনাহ মাফ করেন ও গুনাহর কারণে শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দলিাম। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুকাল কটে যায়। এরপর সে আবার আরকেটি গুনাহ করে। তিনি বলেন, তখন সে বলল: ও আমার প্রভু! আমি তো আরকেটি গুনাহ করে ফেলেছি; আমাকে মাফ করে দনি। তখন আল্লাহ্ বলল: আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন রব্ব আছেন; যিনি গুনাহ মাফ করেন ও গুনাহর কারণে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দলিাম (তনিবার); সে যা ইচ্ছা তা করুক।" [সহিহ বুখারী (৭৫০৭) ও সহিহ মুসলিম (২৭৫৮)]

ইমাম নববী 'শারহে সাহিহ মুসলিম' গ্রন্থে (১৭/৭৫) বলেন:

যদি কোন গুনাহ পুনঃপুনঃ শতবার করা হয় কথিবা হাজার বার করা হয় কথিবা এরচয়েও বশেবার করা হয় এবং প্রত্যেকেবার গুনাহ থেকে তওবা করে তার তওবা কবুল করা হবে এবং তার গুনাহ মাফ হবে। আর যদি সকল গুনাহর পর একবার তওবা করে তাহলেও তার তওবা সহিহ হবে।

যে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ গুনাহে লিপ্ত হয় তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তুমি যা ইচ্ছা তা কর আমি তোমাকে মাফ করে দলিাম" এ কথা অর্থ হচ্ছে- যহেতু তুমি গুনাহ করে তওবা করছে অতএব আমি তোমাকে মাফ করে দলিাম।

সুতরাং প্রত্যেকে গুনাহর শেষে আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকুন। তওবার ক্ষেত্রে বশিষ্ট হোন, অনুতপ্ত হোন, কৃত গুনাহর জন্য মরমজ্বালা অনুভব করুন। আর কখনও গুনাহ না করার সংকল্প করুন। এরপর তওবাকে পরিপূর্ণ করার জন্য নমিনোক্ত পদক্ষেপে গ্রহণ করুন:

যে রাস্তাগুলো আপনাকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে সে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। তা এভাবে যে, একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মাঝে থাকা, আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে থাকা। যদি আপনি আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তাহলে আপনার স্ত্রীকে সাথে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকবেন না। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পবিত্র রাখুন। আর যদি আপনি আপনার পরিবারের কাছেই থাকেন এবং তাদের সাথে বসবাস করেন তাহলে আপনি তাদের থেকে দূরে যাবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন। তার মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। যখনই আপনার অন্তরে দেখার খায়শে জাগবে কথিবা কোন কিছু আপনার নজরে পড়ে



যাবো তখনই আপন শিয়তানকে হারামরে দকি আপনাকে নিয়ে যতে দবিনে না। বরং আপন দরৌ না করে হালালকে গ্রহণ করুন।

সদা-সর্বদা দুনিয়া ও আখিরাতরে কল্যাণকর কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। কারণ অবসর সময় মানুষের নষ্টের কারণ। এমন নষ্ট যার কোন সীমা নাই।

মোবাইল থেকে ইন্টারনেটে সংযোগ চূড়ান্তভাবে বন্ধিছন্ন করা; হতে পারে আপনার মোবাইল সেটটি পরিবর্তন করাই আপনার জন্য বেশি ভাল হবে। এমন মোবাইল সেট ব্যবহার করবনে সে সেটে ইন্টারনেটে ব্যবহার করা যায় না। অন্তরে ঈমান, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর হিসাব গ্রহণের কাঠনিয়, আল্লাহ আপনাকে দেখেছেন ও আপনাকে মনটির করছেন এ অনুভূতগুলো মযবুত করা। কুরআন তলোওয়াত, নফল নামায ও তাহাজ্জুদ নামায পড়া বাড়ানো।

হদোয়তের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। সবচেয়ে উপকারী দোয়া হচ্ছে **اهدنا الصراط المستقيم** অর্থ- "আমাদেরকে সরল পথ দেখান"।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনার হদোয়তের প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই তাঁর সন্তুষ্ট ও রজোমন্দরি তাওফিকদাতা।